কিশোর বার্তা

সংখ্যা ০২ ॥ জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮ইং

ভুমিকা: শিশু বিবাহ প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার ও কর্মসূচির আলোকে ভোলা জেলায় "সমন্বিত শিশু বিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচী" নামে একটি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে ২০১৫ সাল থেকে । এই কার্যক্রমে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে ইউনিসেফ বাংলাদেশ এবং বাস্তবায়ন করছে কোস্ট ট্রাস্ট। ভোলা জেলার তিনটি উপজেলায় (ভোলা সদর, লালমোহন ও চরফ্যাশন) এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। কার্যক্রমটি একটি সমন্বিত পদ্ধতি যেমন: স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পানি ও পয়:নিষ্কাশন, সুরক্ষা, যোগাযোগ ও সিস্টেম শক্তিশালী করণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবার সরবরাহ, কমিউনিটির অংশগ্রহন এবং সহায়ক পরিবেশ তৈরীতে এই কর্মসূচী অবদান রেখে চলছে।
এবারের কৈশোর বার্তা কিশোর-কিশোরীদের কথা,তাদের অংশগ্রহন ও কার্যক্রম নিয়ে সাজানো হয়েছে। এই কর্মসূচীর কিছু কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

এক নজরে কর্মসূচীর কিছু তথ্য:

- কর্মএলাকা: ভোলা সদর, লালমোহন এবং চরফ্যাশন
- সুবিধাভোগী: ২৯২,০০০ (পুরুষ- ১৪৬,০০০ এবং নারী- ১৪৬,০০০)
- কিশোর- কিশোরী ক্লাব- ৮০০ টি (কিশোর- ৪০০ এবং কিশোরী- ৪০০)
- কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মোট সদস্য: ৩২,০০০ (প্রতি ক্লাবে ৪০ জন)
- সিবিসিপিসি সংখ্যা: ৩৯৬ টি

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকার কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সচেতন বাড়ানো এবং তাদেরকে ক্ষমতায়ন করা। পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদের সচেতন করা।
- তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, অভ্যাস ও আচরণগত পরিবর্তন করা।

কিশোরীরা তৈরি করছে স্বাস্থ্য-সম্মত স্যানিটারী ন্যাপকিন

অর্থের অভাবে স্বাস্থ্য-সম্মত স্যানিটারী ন্যাপকিন ব্যবহার করতে পারে না উপকূলীয় জেলা ভোলার নিম্নবিত্ত নারী ও কিশোরীরা। এই কারনে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক সময়।

ইদানিং ভোলাতে স্থানীয়ভাবে স্যানিটারী ন্যাপকিন তৈরি হচ্ছে। যার ফলে নিম্নবিত্ত নারী-কিশোরীদের মাঝে বেড়েছে স্যানিটারী ন্যাপকিন ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা। দাম তুলনামূলকভাবে কম এবং ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় শান্তি স্যানিটারী ন্যাপকিন এখন স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্থানীয় উৎপাদনকারীদের আয়ের পথও তৈরি করেছে এই পণ্যটি।

উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে স্যানিটারী ন্যাপকিনের প্রচলন কম থাকলেও ব্যতিক্রম ভোলায় উত্তর দিঘলদী ইউনিয়নের ঘুইংগারহাট সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে। এখানে নিম্নবিত্তদের মাঝেও বেড়েছে ন্যাপকিন ব্যবহারের সচেতনতা। ন্যাপকিন উৎপাদন কেন্দ্রে ১৫ জন কিশোরীরা কাজ করে নিজেদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করে তুলছে। স্থানীয়ভাবে ন্যাপকিন উৎপাদন হওয়ায় শান্তি স্যানিটারি ন্যাপকিন এখন বেশ সহজলভ্য হয়েছে।

স্যানিটারী ন্যাপকিন উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ করে এমন একজন কিশোরী নিহার জানায়, কৃষিজীবী বাবার একার পক্ষে সংসারের খরচ ও আমাদের ছয় ভাই বোনের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে নেয়া

সম্ভব হচ্ছেনা। তাই পড়ালেখা খরচ চালাতে অবসর সময়ে এখানে আসি।

এখান থেকে আয় করা অর্থ দিয়ে এখন আমার পাড়াশোনার খরচ চালাচ্ছি। পাশাপাশি আমি নিজেও ন্যাপকিন ব্যবহারে সচেতন হয়েছি এবং অন্যদেরকেও সচেতন করছি। নাহার বলে, ‘‘পড়াশোনার পাশাপাশি কাজটা করে যেতে চাই। যাতে আমার লেখাপড়ার খরচটা আমি নিজেই চালাতে পারি।

শুধু নাহার নয়, তার মতো খাদিজা, আকলিমা, সীমা সহ আরো অনেকেই আজকাল পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে বা বাড়িতে ছোটখাটো কাজ করে লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছে।” কোস্ট ট্রাস্ট এর ইউনিয়ন সম্মনয়কারী শীল্পি রানী জানান, ‘‘এই উৎপাদন কেন্দ্রে দরিদ্রতার শিকার এমন কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই কাজ যেমন আশার আলো হয়ে এসেছে, তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মাসিককালীন যত্ন বিষয়েও তাদের সচেতনতা তৈরী হয়েছে।”

উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্যোগতা নুরতাজ আক্তার বলেন, ‘‘আমি ২০১৬ সালে ইউনিসেফ এর আর্থিক সহযোগিতায় এই ন্যাপকিন তৈরীর প্রশিক্ষণ পাই। বর্তমানে আমি এই উৎপাদন কেন্দ্রেটি পরিচালনা করছি। আমাদের এই কাজে কোস্ট ট্রাস্ট সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছে। দৈনিক গড়ে ৫০ থেকে ১০০ প্যাকেট স্যানিটারী ন্যাপকিন উৎপাদন করতে পারি। পড়ালেখার পাশাপাশি আমরা এই কাজ করি। এই প্যাকেটগুলো আমরা স্কুল, কলেজে, কিশোরী ক্লাবসহ স্থানীয় বাজারে বাজারজাত করে থাকি। এসব ন্যাপকিন স্বাস্থ্যসম্মত ও দামেও কম।

ঔষুধ বিক্রেতা উত্তম কুমার জানান, “আমি নিয়মিত এই ন্যাপকিন বিক্রি করি। স্থানীয় ভাবে তৈরি হয় বলে দাম তুলনামূলক কম। স্থানীয় কিশোরীরা এগুলো বেশি কিনছেন।”

কোস্ট ট্রাস্টেও সহ:সমন্বয়কারী দেবাশীষ মজুমদার বলেন, কিশোরীদের হাতে তৈরি ন্যাপকিন সস্তায় বাজারজাত হওয়ায় এই এলাকায় প্রজনন স্বাস্থ্যে উন্নত হয়েছে।

ইউনিসেফ এর (ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন) কর্মকর্তা ফোরকান আহমেদ বলেন, “মাসিক কালীন পরিচর্যা সম্পর্কে গ্রামের মেয়েরা সচেতন না হওয়ার পিছনে অনেক কারন আছে। যেমন:- স্কুলে, পরিবারে কোথাও মাসিককালীন যত্ন বিষয়ে মেয়েদের জানানো হয়না। শুধুমাত্র মা, বড় বোন থাকলে তাদের কাছ থেকে কিছু তথ্য পায়, যা অনেক সময় অসম্পূর্ণ থাকে। তাছাড়া বাজার থেকে স্যানিটারী ন্যাপকিন কিনতে যাওয়াও কঠিন তাদের কাছে। কারন সব ফার্মেসীর বিক্রেতা পুরুষ। যার ফলে বেশীর ভাগ মেয়েরা মায়ের পুরাতন ছেড়া শাড়ী ব্যবহার করেন।

ইউনিসেফের সহায়তায় টবগী স্কুলে কিশোরী বান্ধব স্যানিটেশন ব্যাবস্থা চালু

ভোলা সদর উপজেলার টবগী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯২৫ সালে মেঘনার কূল ঘেষে বাপ্তা ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি নির্মিত হওয়ার পর থেকে উত্তর-পূর্ব বাপ্তার অবহেলিতভাবে বেড়ে উঠা শিক্ষার্থীদের আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

নানান চড়াই উৎরাই পার করে এগিয়ে চললেও প্রতিষ্ঠানটি প্রথম থেকেই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা। বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ৭০০, যার অর্ধেকের বেশিই ছাত্রী।

সাতশ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এখানে টয়লেট রয়েছে মাত্র দুটি, যার অবস্থাও নাজুক। নোংরা পরিবেশ হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থীরা টয়লেট

ব্যবহার করতো না। সেই সাথে পানির ব্যবস্থা তেমন না থাকায় অনেকেই সঠিক ভাবে হাত ধুত না। মাসিককালীন যত্ন করতে পারতো না এই কারনে ছাত্রীদের অনুপস্থিতির হার বাড়ছিলো ।

এই বাস্তবতা বিবেচনা করে ইউনিসেফের সহায়তায় টবগী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্মাণ করা হয়েছে কিশোরী বান্ধব স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও হাত ধোয়ার বেসিন।

এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন যেমন পাচ্ছে তেমনি মাসিককালীন পরিচর্যাও করতে পাচ্ছে। এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কোস্ট ট্রাস্ট এর সমন্বিত শিশু বিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচী। বর্তমানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে পাল্টে গেছে স্কুলের স্যানিটেশন চিত্র।

শিক্ষার্থীরা জানায়, আগে আমাদের টয়লেট ছিলো অনেকটা নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত। ছেলে কিংবা মেয়ে উভয়েরই টয়লেট ব্যবহার করতে অসুবিধা হতো। এখন টয়েলটগুলো পুণ:নির্মাণ করায় আমাদের অনেক ভালো হয়েছে।

তারা আরো জানায় আগে টয়লেটে যেতে লাইন লেগে থাকতো। অনেকে সেকারনে বাথরুমে যেতো না। আবার কেউ কেউ আশপাশের বাড়িতে যেত। বেশি সমস্যা হতো মাসিকের (পিরিয়ড) সময়। তখন অনেকে স্কুল আসা বন্ধ করে দিতো। এখন আমাদের বাথরুম অনেক সুন্দর। হাত ধোয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। যা আগে ছিলো না। এখন যে কোন শিক্ষার্থী বাথরুম ব্যবহার করে সাবান দিয়ে সঠিক নিয়মে হাত ধোয়। তাছাড়া কোস্ট ট্রাস্ট আমাদেরকে মাসিককালীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর প্রশিক্ষণও দিয়েছে।

স্কুলের দশম শ্রেনীর শিক্ষার্থী পারভীন আক্তার, তামান্নাসহ আরো অনেকে জানায়, আমাদের স্কুলে বাথরুমসহ হাত ধোয়ার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিলো না। ফলে অনেক সহপাঠী স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলো। এ কারনে অনেকের অল্প বয়সে বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে আমাদের স্কুলের স্যানিটেশন ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হওয়ায় আমরা স্কুলের সকল শিক্ষার্থী খুশী।

তারা আরো জানায়, বর্তমানে মাসিকের (পিরিয়ড) সময় আমরা স্কুল থেকেই স্যানিটারী ন্যাপকিন নিয়ে তা ব্যবহার করতে পারি। আমি এই কাজের জন্য কোস্ট ট্রাস্ট এবং ইউনিসেফকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তারা জানায়, এখন স্কুলে ন্যাপকিন/প্যাড, সাবান সবই আছে। প্রয়োজন মতো আমরা সেগুলো ব্যবহার করি। আরেক শিক্ষার্থী ‘‘ফারজানা বলে, জেলার সব স্কুলে মেয়েদের জন্য এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাহলে মেয়েরা লেখাপড়ায় আরো এগিয়ে যাবে।

প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষিকা পাপিয়া দাশ জানান, মাসিকের সময় ছাত্রীরা ক্লাসে আসেনা। অথবা

হঠাৎ করে তারা ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যায়। এর কারণ হলো স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার অভাব ছিলো। বর্তমানে ইউনিসেফ ও কোস্ট ট্রাস্ট এর সহায়তায় আমরা মেয়েদের জন্য স্যানিটারী ন্যাপকিন এর ব্যবস্থা করতে পেরেছি। ফলে মেয়েদের এখন আর মাসিকের সময়ে তেমন কোন সমস্যা হয় না।

টবগী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: ইসমাইল হোসেন বলেন, "আগে ছাত্রীরা স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট ও পানির ব্যবস্থা না থাকায় নিয়মিত স্কুলে আসতো না। ঝরে পরার হার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। এখন ওয়াস ব্লক ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা থাকায় স্কুলে উপস্থিতির হার বাড়ছে।

আগের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করলে এখন স্বপ্নের মতো মন হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে মেয়েদের মাসিক ব্যবস্থাপনার সব উপকরণ রয়েছে। মেয়েরা সেগুলো ব্যবহার করছে। স্কুলের শিক্ষার্থীরাই এখন টয়লেট পরিষ্কার রাখছে বলে জানান তিনি।"

কোস্ট ট্রাস্ট সমন্বিত শিশু বিবাহ প্রতিরোধ (আইইসিএম) কর্মসূচীর সম্মনয়কারী মো: মিজানুর রহমান জানান, ভোলা একটি উপকূলীয় জেলা হওয়ায় এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর টয়লেট নোংরা ও মেয়েদের মাসিককালীন পরির্যার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই আমরা ভোলা ও লালমোহনে ৩৯ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ওয়াস কার্যক্রম পরিচালনা করছি। যার মধ্যে ২৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১১ টি মাদ্রাসা রয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৫,৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী (ছাত্র-৬,৬৬৫ এবং ছাত্রী- ৯১৩৫) স্যানিটেশন সুবিধা পাবে। এই কার্যক্রমে মোট খরচ হয়েছে ৩,২৪৪,৬১৮ টাকা। যার ১,৯৮০,০০০ টাকা দিয়েছে প্রকল্প এবং ১,২৬৪,৬১৮ টাকা দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। আমরা মনে করি এর ফলে, মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে আসবে। যার ফলে স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে এবং বাল্য বিবাহ কমে আসবে।

ইউনিসেফ বরিশাল এর বিভাগীয় প্রধান এ এইচ তৌফিক আহমেদ জানান, "বরিশালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় স্যানিটেশেন ব্যবস্থা ভালো না থাকায় ৮৬ শতাংশ স্কুলছাত্রী মাসিকের সময় স্কুলে তাদের ব্যবহৃত কাপড় বা স্যানিটারি প্যাড পরিবর্তন করতে পারে না।

ফলে বিশেষ ঐ সময়ে ব্যহত হয় তাদের লেখাপড়া। এমনকি মাসিকের কারণে ৪০ শতাংশ ছাত্রী মাসে গড়ে ৩ দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। এদের কেউ কেউ শতকরা ৮০ ভাগ উপস্থিত না থাকায় উপ-বৃত্তি থেকেও বঞ্চিত হয়ে বাল্য বিবাহ এর শিকার হচ্ছে। তাই আমরা চাচ্ছি কোন মেয়েই যেন স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে না পড়ে এবং এই কারণে স্কুল থেকে ঝরে না পড়ে।

তাই আমরা ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর পক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ওয়াস ব্লক ও স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট ব্যবস্থা তৈরি করে দিচ্ছি। এই কার্যক্রমকে টেকসই করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়দের এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।"

ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মাসিক কালীন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা

ভোলায় কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মাসিককালীন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিসেফ এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট এর সমন্বিত শিশু বিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচীর আয়োজনে হীড বাংলাদেশ ট্রেনিং সেন্টারে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় কিশোরীদের স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, হাত ধোয়ার কৌশল স্যানিটারী ন্যাপকিন ব্যবহার, মাসিককালীন সেবা বিষয়ক সচেতনতা, জেন্ডার, বাল্য বিবাহ, প্রতিরোধে দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় ভোলা সদর উপজেলার বিভিন্ন কিশোরী ক্লাব থেকে ৫০ জন কিশোরী এই কর্মশালায় অংশ নেয়।

কিশোরীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ভোলা জেলার উপ-পরিচালক মাহামুদুল হক আযাদ ও ইউনিসেফ এর ওয়াশ (ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন) কর্মকর্তা ফোরকান আহমেদ।

কর্মশালায় কিশোরীদের বিশেষ সময়ে হাতদোয়া, মাসিককালীন পরিচর্যা, স্যানিটারী ন্যাপকিনের ব্যবহারসহ ১৮ বছর আগে মেয়েদের বিবাহ প্রতিরোধ করার বিষয়ে মেয়েদের সচেতন করা হয়।

এসময় বক্তার বলেন, সঠিকভাবে সঠিক সময়ে হাত ধুলে অনেক রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তাই শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের সকলকে সঠিকভাবে খাবার আগে, খাবার তৈরি করার আগে, টয়লেট থেকে ফিরে এবং শিশুকে শৌচ করার পরে দুই হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ধুতে হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে সকল কার্যক্রমে আনন্দ থাকে। তাই সুস্থভাবে বেচেঁ থাকার জন্য সাবান দিয়ে দুই হাত ধোয়ার কোন বিকল্প নেই বলে জানান তিনি।

কেইস স্টোরি

ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার স্বপ্ন ফারজানার

ফারজানা এ বছর ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উঠেছে। বয়স ১৩ পেরিয়ে ১৪ ছুঁই ছুঁই। ফারজানার বাবা মো: সিরাজ পেশায় রাজমিস্ত্রী। ফারজানাকে তার মা জোর করে এক হুজুরের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফারজানা নিজের বিয়ে নিজে ঠেকিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে দমে যাওয়ার পাত্রী নয় সে। তার স্বপ্ন হচ্ছে বড় হয়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পড়াশোনা করছে সে। স্বপ্ন পূরণে পড়াশোনার পাশাপাশি সেলাইয়ের কাজ করে এগিয়ে যাচ্ছে এই কিশোরী। বর্তমানে ইউনিসেফ- এর সহযোগিতায় ও কোস্ট ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় 'শিশু সুরক্ষা বৃত্তি' নিয়ে ১৫ হাজার টাকা দিয়ে সেলাই মেশিন ও হাঁস-মুরগি কিনে আয় করা অর্থ দিয়ে পড়াশোনারা খরচ চালিয়ে যাচ্ছে সে। ফারজানার বাড়ি ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের কানাইনগর গ্রামে।

ফারজানা জানান 'পরিবারে ৪ বোনের মধ্যে আমিই বড়। গত বছর আমার মা আমাকে অর্থ কষ্টের কারণে সপ্তম শ্রেনীতে থাকা অবস্থায় বিয়ে

দিতে চান। তখন আমি নিজেই এর প্রতিবাদ জানাই এবং বিয়ে ভেঙে ফেলি।'
ফারজানা আরো বলে,'আমার স্বপ্ন লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হবো। কিন্তু বাবা-মা জোর করে বিয়ে ঠিক করে। বিয়ে নয়, পড়ালেখা করতে চাই। তাই স্বপ্ন পূরণ করতেই বিয়ে বন্ধ করার উদ্যোগ নিই। এ সময় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা, বাল্য বিয়ে ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, সাংবাদিক ও শিক্ষকরা।'
'শিশু সুরক্ষা বৃত্তি' টাকা দিয়ে আমি একটি সেলাই মেশিন কিনেছি। সেই মেশিনে স্থানীয় বিভিন্ন মানুষের জামা কাপড় সেলাই করে আয় করছি। বর্তমানে আমি মাসে ১৫০০ থেকে ২০০০ হাজার টাকা আয় করছি। সেই অর্থ দিয়ে আমি আমার লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছি। এখন শুধু আমার নয়, আমার ছোট বোনদের পড়াশোনার খরচও চালাতে সহায়তা করছি।'
ফারজানা আরো বলে, "আমি চাই কোন কিশোরীর যেন আঠারো বছরের আগে বিয়ে না হয়। কারণ বাল্যবিবাহ দেশ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর। একটা পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়। তাই আমি চাই আমরা কিশোরীরা সবাই মিলে বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়তে।"
ফারজানার মা জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, 'আমি আসলে বাল্য বিয়ের কুফল সম্পর্কে জানতাম না। একরকম বাধ্য হয়ে আমাদের মেয়েকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। এখন আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। ফারজানাকে পড়ালেখা করিয়ে তার স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করে যাবো।'
আইইসিএম প্রকল্পের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আনঞ্জুমান আরা বেগম বলেন, 'আমরা ফারজানার পাশে দাঁড়াতে পেরে খুব খুশি। এখন ফারজানার পড়াশোনার খরচ সে নিজেই চালাচ্ছে। পাশাপাশি ক্লাবের সদস্যদের কাছে সে রোল মডেল হয়ে উঠেছে।'

এখানে উল্লেখ্য যে, ভোলা সদর, লালমোহন, চরফ্যাশনের প্রান্তিক ও অবহেলিত, বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া, এতিম, আশ্রিত, প্রতিবন্ধী এবং শিশু বিবাহের ঝুঁকিতে থাকা এমন ৪০৮ জন কিশোরীর মাঝে এককালীন ১৫ হাজার টাকা 'শিশু সুরক্ষা বৃত্তি' প্রদান করা হয়।

কিশোর কিশোরীদের ক্লাব ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ভোলার লালমোহনে কিশোর কিশোরী ক্লাব ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরন করলেন এমপি নুরনবী চৌধুরী শাওন।

৩ মার্চ,২০১৮ লালমোহন উপজেলার চর-ভূতা ইউনিয়নের হাজীগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ইউনিয়নের ১৮টি ক্লাব এর সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমপি নুরনবী চৌধুরী শাওন।
এসময় তিনি বলেন, আজকের কিশোর-কিশোরী আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাদেরকে সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠার সুযোগ করে দিতে হবে। এর জন্য আমাদেও কিশোর-কিশোরীদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। ইউনিসেফ ও কোস্ট ট্রাস্ট কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে যে কাজ করছে তা প্রশংসার দাবীদার। তিনি বলেন, আমি এই কাজে সার্বিক সহযোগিতা করবো। তিনি কিশোরদের জন্য ফুটবল এবং কিশোরীদের জন্য কেরামবোর্ড দেওয়ার ঘোষণা দেন। কিশোর কিশোরীরা বাল্য বিবাহ মুক্ত সমাজ

গড়তে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তাই তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহবান জানান তিনি। 'যেখানে বাল্য বিবাহ সেখানেই প্রতিরোধ' গড়ে তোলার জন্য কিশোর-কিশোরীদের আহবান জানান। এছাড়া তিনি লালমোহনকে বাল্য বিয়ে মুক্ত উপজেলা গড়ার জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানান।

ভেদুরিয়ায় ১নং ওয়ার্ড বাল্য বিয়ে মুক্ত ঘোষণা

বাল্যবিয়ে মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে নিয়ে ভোলার সদর উপজেলার ভেদুরিয়ার ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডকে (চর রমেশ) বাল্য বিয়ে মুক্ত ওয়ার্ড হিসাবে ঘোষণা ও বাল্য বিয়ে বন্ধে শপথ পাঠ করানো হয়।

সমন্বিত শিশু বিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচী (আইইসিএম) আওতায় কোস্ট ট্রাস্ট এর বাস্তায়নে ও ইউনিসেফ এর সহায়তায় ১৭ ফেব্রুয়ারী,২০১৮ ব্যাংকের হাট কো-অপারেটিভ হাই স্কুলের মাঠে এ উন্মুক্ত ঘোষণা ও শপথ পাঠ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন-ভোলা সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ও ভোলা সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মো: মোশারেফ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বাল্যবিয়ে মুক্ত ওয়ার্ড গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ইউনিয়নের কিশোর-কিশোরী, ইউপি সদস্য, সিবিসিপিসি কমিটির সদস্য, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, ঈমাম, কাজী, এনজিও কর্মীদের নিয়ে এক গণ সমাবেশের মধ্যে দিয়ে ওয়ার্ডকে বাল্য বিবাহ মুক্ত রাখার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। ভেদুরিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: তাজুল ইসলাম এই শপথ বাক্য পাঠ করান।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো: ইসমাইল হোসেন এর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

এসময় কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মিশু, সোহেল, উজ্বল, শশী, সীমাসহ আরো অনেকে। তারা বলেন, আমাদের এই ওয়ার্ডে একটি কিশোর এবং একটি কিশোরী ক্লাব আছে। প্রতিটি ক্লাবে সদস্য সংখ্যা ৪০ জন। ক্লাবের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি জীবন দক্ষতার উপাদান, শিশু বিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং কিভাবে শিশু শ্রম ও শিশু বিবাহ প্রতিরোধ করা যায়। আমরা চাই আমাদের এই ওয়ার্ড হবে যৌন হয়রানি ও শিশু বিবাহ মুক্ত। আমরা এজন্য কাজ করবো।

এসময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, বাল্যবিয়ে আমাদের সমাজের সামাজিক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে প্রতিনিয়ত সমাজে নারী নির্যাতন, যৌতকের এর মতো ঘটনা ঘটছে।

এর অন্যতম কারণ হচ্ছে কন্যা শিশুদের বাল্যবিয়ে। ফলে তারা অল্প বয়সে স্বামীর ঘরে গিয়ে পারিবারিক নানা সমস্যার মধ্যে পড়ে। শুধু তাই নয়, মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুও বেড়ে যায় একারনে। বর্তমান সরকারও বাল্য বিয়ে মুক্ত দেশ গড়তে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

তাই আমাদের সকলকে শিশু বিবাহকে না বলতে হবে। শিশু বিবাহ সমাজ, জাতি তথা দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। শিশু বিবাহ এক ধরনের

অপসংস্কৃতি। এই অপসংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি যার যার অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে শিশু বিবাহ রোধ করার জন্য। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

ভেদুরিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম বলেন, আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই কন্যা শিশুদের বাল্য বিয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে আজ আমরা শপথ করছি ১ নং ওয়ার্ডকে বাল্য বিয়ে মুক্ত করবো। পর্যায় ক্রমে আমরা আমাদের ইউনিয়কে এক সময় বাল্য বিয়ে মুক্ত ঘোষণা করবো। এসময় তিনি ক্লাবের কিশোর-কিশোরীদের বসার জন্য ম্যাট(মাদুর) ও খেলার সমগ্রী দেয়ার ঘোষণা দেন।

কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাঝে খেলার সামগ্রী বিতরন

আগামী প্রজন্মকে মাদক, যৌন হয়রানি, বাল্য বিবাহের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্য নিয়ে ভোলা পৌরসভার ১৪ টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাঝে খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি,২০১৮ নলীনি দাশ স্কুল প্রাঙ্গণে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অসীম সাহা ক্লাবের পীয়ার লিডারদের মাঝে খেলার সামগ্রী হিসাবে ফুটবল ও হ্যান্ডবল তুলে দেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন-আইসিএম প্রকল্পের এডভোকেসি এন্ড মিডিয়া অফিসার আদিল হোসেন তপু, পৌরসভা সমন্বয়কারী মো: ইব্রাহিম, ওয়ার্ড প্রমোটর সুরমা বেগম প্রমূখ।

এসময় প্রধান অতিথি নলীনি দাশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অসীম সাহা বলেন, শিশুরা ফুলের মতো, তাদেরকে আমাদের ফুটতে দিতে হবে। একজন শিশুকে সঠিক ভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য ক্লাব পর্যায়ে যে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংনীয় উদ্যোগ। খেলাধুলার মাধ্যমে একজন কিশোর-কিশোরী শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো থাকবে। এর ফলে মাদক ও বাল্যবিয়ের হাত থেকে এদেরকে রক্ষা করা যাবে। এর মাধ্যমে আমরা আগামী দিনে সুস্থ সবল জাতি পাবো।

খেলার সামগ্রী নিতে আশা কিশোর-কিশোরী ক্লাবের ভোলা পৌর সভার ৭নং ওয়ার্ডের জবা ক্লাবের সীমা, রাকিব, আম্বিয়াসহ আরো অনেকেই জানান, "আমরা ক্লাবে নিয়মিত বাল্য বিয়ে, যৌতুক, নারী নির্যাতন, শিশুর অধিকারসহ নানা বিশষ নিয়ে আলোচনা করলেও আমাদের খেলাধুলা করার জন্য তেমন কোন কিছু ছিলো না। ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় আজ যে খেলার সামগ্রী দেয়া হয়েছে এতে করে আমর আনন্দিত।

উল্লেখ্য, ভোলা সদর, লালমোহন ও চরফ্যাশন উপজেলায় ৮০০ টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব রয়েছে।

চরসামাইয়া চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের জন্য মাদুর প্রদান

ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নকে শিশুবিবাহ মুক্ত করার লক্ষ্যে শপথ করা হয়েছে। চরসামাইয়া বন্ধুজন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুবিবাহ মুক্ত ঘোষণা ও শপথবাক্য পাঠ করান চরসামাইয়া ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন মাতাব্বর।

কোস্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে ও ইউনিসেফের সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চরসামাইয়া ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে বন্ধুজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন মাতাব্বর। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলসিবিসিই প্রকল্পের জেলা কো-অর্ডিনেটর আবদুস সালাম নকীব, বন্ধুজন স্কুলের সহকারী শিক্ষক, ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড প্রমোটার, মোঃ শাহিন, আনোয়ার, নাসিমা বেগম, আইইসিএম প্রকল্পের সিবিসিপিসি কমিটির সদস্য, বিভিন্ন কিশোর কিশোরী ক্লাবের সদস্যগন।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, আমরা দীর্ঘ দিন যাবৎ চরসামাইয়া ইউনিয়নকে শিশুবিবাহ মুক্ত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছি। তার স্বীকৃতি স্বরুপ আজ থেকে এ ওয়ার্ডকে শিশু বিবাহ মুক্ত করার লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করা হলো। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সবাইকে শপথ বাক্য পাঠ করান চরসামইয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন মাতাব্বর। অন্যদিকে চেয়ারম্যান ইউনিয়নের ১৮টি কিশোর কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা যাতে সুন্দরভাবে বসে সাপ্তাহিক মিটিং করতে পারে সেজন্য তিনি প্রতিটি ক্লাবে ১টি করে মাদুর প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, কোস্ট ট্রাস্ট দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাথে কাজ করছে। আমরা পর্যায়ক্রমে এই ইউনিয়ের প্রতিটি ওয়ার্ডকে শিশুবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করবে।

শিশু বিবাহ প্রতিরোধে কাজী-ঈমামদের নিয়ে কর্মশালা

বিভিন্ন ইউনিয়নে ক্লাব ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আইপিটি-শো অনুষ্ঠিত

বাল্যবিয়ে মুক্ত ইউনিয়ন গড়তে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভোলা, লালমোহন এবং চরফ্যাশন উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে ক্লাব ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও আইপিটিশো অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিসেফের সহযোগিতায় কোস্ট ট্রাস্ট এর সম্মনিত শিশু বিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচীর আওতায় এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে করে থাকে। এ পর্যন্ত ২২ টি ইউনিয়নে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যায়ক্রমে পরবর্তী ইউনিয়নগুলোতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, কবিতা অবৃত্তি ও সর্বশেষে নাটক "আমরাও পারি" অনুষ্ঠিত হয়। নাটকটি রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন, আইইসিএম প্রকল্পের আইপিটি ফ্যাসিলেটর সঞ্চয় কুমার। নাটকে ইভটিজিং এর কারনে সমাজে বাল্যবিয়ে কারন, এর কুফল, বাল্যবিয়ের ফলে শাস্তি, স্কুল থেকে ঝরে পড়া কারন গুলো তুলে ধরা হয়। পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরন করা হয়।

ভোলায় কিশোরী ক্লাবের হাত ধোয়া ক্যাম্পেইন

ইলিশা ইউনিয়নে ১৮টি কিশোর কিশোরী কাবের মাঝে খেলার সামগ্রী বিতরন

ভোলা ইলিশা ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ২নং পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের ১৮টি কিশোর-কিশোরী কাবের মাঝে খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গত ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ সকালে ২নং পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ইউপি চেয়ারম্যান হাসনাইন আহাম্মেদ হাসান মিয়া ১৮টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের পীয়ার লিডারদের হাতে এই খেলার সামগ্রী তুলে দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফের শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা মমিনুননেছা শিখা, কোস্ট ট্রাস্টের প্রকল্প সমন্বয়কারী মিজানুর রহমান, সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী দেবাশীষ মজুমদার, উপজেলা ট্রেনিং এন্ড মনিটরিং অফিসার মনিরুজ্জামান, ইলিশা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের মেম্বার আবদুর রহমান, সহ-সভাপতি সায়েদ আলী প্রমুখ।

ইলিশা ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে কিশোর ও কিশোরী কাবের মাঝে খেলার সামগ্রী বিতরণ কালে ২নং পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাসনাইন আহাম্মেদ হাসান মিয়া বলেন, কিশোর-কিশোরীরা দেশের ভবিষ্যৎ তারা লেখাপড়া পাশাপাশি খেলাধুলা করবে। খেলাধুলা করলে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

শিক্ষিকাদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মাসিককালীন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা

শিশুবিবাহ প্রতিরোধে রোধে স্কুল ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা

ভোলায় শিশুবিবাহ প্রতিরোধ করতে স্কুলের শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে শিশুবিবাহ প্রতিরোধে স্কুলভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত করা হয়।

গত ৭ মার্চ, ২০১৮ ভোলা সদর উপজেলার চরনোয়াবাদ মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাল্য বিবাহ, হাত ধোয়া, জন্ম-নিবন্ধন, শিশু শাস্তি এই বিষয়গুলোর উপর করনীয় কি কি তা নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সমন্বিত শিশুবিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচি (আইইসিএম) আয়োজনে ইউনিসেফের সহযোগিতায় এই কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেয়।

পরে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দেন ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর সিফরডি চীফ নেহা কাপিল ।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন- ইউনিসেফ বরিশাল বিভাগের চীফ এএইচ এম তৌফিক আহমেদ, চরনোয়াবাদ মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: আবু তাহের, ইউনিসেফ এর সিফরডি অফিসার সনজিত কুমার দাস, সহকারী শিক্ষক আনোয়ার পারভেজ, ইউনিয়ন সমন্বয়কারী রেশমা বেগম প্রমূখ।

এসময় বক্তারা বলেন, শিশুবিবাহকে না বলুন, শিশুবিবাহ সমাজ, জাতি তথা দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। শিশুবিবাহ এক ধরনের অপসংস্কৃতি। এই অপসংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। কারণ শিশু বিবাহ পরিবার দেশ, সমাজ ও জাতির জন্য অভিশাপ। কোন অবস্থাতেই মেয়েদের ১৮ বছর আগে এবং ছেলেদের ২১ বছর আগে বিয়ে দেয়া যাবে না। আর কেউ যদি বিবাহের ব্যবস্থা করে থাকে তাবে শিশু বিবাহ আইনে তার শাস্তি পেতে হবে। আর শিশু বিবাহ বন্ধে স্কুলের শিক্ষক, চেয়ারম্যান মেম্বার এর পাশাপাশি ১০৯৮ এর সহায়তা নেয়া যাবে।

কিশোর-কিশোরীদের যোগসূত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষে যোগসূত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত ২১৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যার মধ্যে ১৫১ জন কিশোরী এবং ৬৭ জন কিশোর। পর্যায়ক্রমে আরো কিশোর-কিশোরীদেরকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেন্ডার, বয়:সন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের পরিবর্তনসমূহ, মাদকের ক্ষতিকর দিক, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

ভোলা জেলাকে শিশুবিবাহ মুক্ত করার লক্ষে চেইঞ্জ এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা

ক্লাব ভিত্তিক লেখা:

শিশুর কথা

--সোহাগ
বেলি ক্লাব

হেসে খেলে সমাজ গড়ি
শিশুবিবাহ ও শিশুশ্রম বন্ধ করি
একটি শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ
আমরা কি তা বলতে পারি
শিশু আইন মেনে চলি
সুন্দর একটি সামজ গড়ি
আমরা চাইলে মুক্ত ভাবে
শিশুদেরকে বাঁচাতে পারি।
তাই কি আমরা তুলে ধরতে পারি
আস, সুন্দর একটি জীবন গড়ি সবাই মিলে।

যৌতুক কৌশল

--হাফিজা আক্তার
হাসনাহেনা কিশোরী ক্লাব

শুনবেন দাদাভাই, বাংলার কৌতুক?
মেয়ে বিয়ে দিতে হলে দিতে হবে যৌতুক,
বার বার এসে বলে মেয়েরা বাবারে
হ্যান্ডসাম ছেলে আছে নদীর উপারে।
ছেলে বড় শিক্ষিত ফেল করা ইন্টার,
চাকরির অভাবে রয়েছে বেকার,
ছেলে বড় মার্জিত নেবে না সে কিছু
তবে তাকে দিতে হবে জমি কানি দুই।
চাকরির বাজার ঘুষ ছাড়া চলে না
তাই টাকা দিতে হবে , না হলে যে হবে না ।
সুটকেস, আলমারি, চিরুনি আর আয়না
এসব ছাড়া এ যুগে কিছুই যে চলেনা।
এত কিছু চেয়ে বলে চায়না সে কিছু আর
এই হলো আজকের যৌতুক নেওয়ার কৌশল।

বাল্য বিবাহ

---আচিয়া বেগম
হাসনা হেনা কিশোরী ক্লাব

আসছে ফাল্গুনে, মেয়ে আমাদের
বারোয় দেবে পা,
মেয়েকে দেব বিয়ে
বলছে বাপ মা।
লেখাপড়ায় খুব ভাল
দুষ্টমিতে সেরা ,
মেয়েটির দুচোখ
হাজার স্বপ্নে ঘেরা
বংশধর ছেলে পেয়ে
দিল যখন বিয়ে
শ্বশুর বাড়ি গেল কন্যা
স্বপ্ন কবর দিয়ে ।
বছর দুই পরে কন্যা
গর্ভবতী হলো
একটি সন্তান জন্ম দিয়ে
পৃথিবী ছেড়ে গেল ।
এ থেকে শপথ নেবো
দেবনা বাল্য বিয়ে
খেলব না আর এ খেলা
ছেলে মেয়ের জীবন নিয়ে।

বাল্য বিবাহ

--মানছুরা আক্তার
কর্নফূলি কিশোরী ক্লাব

বাল্য বিবাহ, বাল্য বিবাহ
কেন? যে হয় বাল্য বিবাহ ?
বুঝতে পারি না হায়
বাল্য বিবাহ যে ক্ষতিকর
সেটা বোঝানে দায় ।
বাল্য বিবাহ দিলে অল্প বয়সে
টাকা কম লাগবে মনে করে
সে বোঝে না যে
বাল্য বিবাহে হয় জীবনের ক্ষতি
তাই বলি বন্ধ করি বাল্য বিবাহ।

ইভটিজিং

--আচিয়া বেগম
হাসনা হোনা কিশোরী ক্লাব

আজকাল উত্তক্ত এর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। নারীকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাহলে ছেলেরা যেমন: মেয়েদেরকে ইভটিজিং করে মেয়েরা ও কি সেই একই কাজ করবে? না তা কখনোই করবেনা। তাহলে কেন ছেলেরা মেয়েদের কে উত্তক্ত করে। কেন ছেলেরা সমাজে মেয়েদের এগিয়ে আসার বড় বাধা হয়ে দাড়ায়। আমাদের মেয়েদের পক্ষ থেকে একটাই দাবী উত্তক্ত করার বিরুদ্ধে যেন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মেয়েদেরকে যেন তারা কোন অংশে কম করে না দেখে।

বৃষ্টি পড়ে

মাহাবুবা ইসলাম

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
মিষ্টি মধুর সুরে।
টাপুর টুপুর একটানা যে,
বৃষ্টি ধারা বাইরে।
গোমরা মুখো আকাশ যেন,
অভিমানি কন্যা।
অঝোর ধারায় নদী পুকুর,
জল থৈ থৈ বন্যা।

মিষ্টি মেয়ে

তিশা আক্তার মনিয়া

ছোট মেয়ে দৃষ্টি
কথা কয় মিষ্টি
বয়স তার বারো
লেখাপড়ায় ভালো।
তার ছিলো অনেক স্বপ্ন
অনেক বড় হবে সে
তার স্বপ্ন গেলো ভেঙ্গে
হয়ে গেলো তার বিয়ে।
দৃষ্টির মতো মেয়ের বিয়ে দিও না,
স্বপ্নগুলোকে ভেঙ্গে ফেলো না।

আকা ছবি:

ফারজানা আক্তার

ফারজানা আক্তার